

থাকে। এই পাঁচটি অর্থ যাহার জ্ঞান আছে এবং যিনি তাপাদি পক্ষসংস্কার-
যুক্ত ও নয় প্রকার যজ্ঞ কর্মকারী, তিনি মহাভাগবত। এই মহাভাগবত
লক্ষণ আপেক্ষিক। অর্থাৎ অর্চনাজ্ঞ-ভক্তিসাধকের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ কিন্তু
সাংক্ষণিক মহাভাগবত নহেন ॥ ১৯৮ ॥

তাহা হইলে এই প্রকারে ভগবৎভক্ত সাধুগণের মধ্যে মুচ্ছিতকষায়,
নির্জিতকষায়, এই প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ—এইপ্রকার মহাভাগবতের
তিনটি ভেদ ভগবৎভক্ত সাধুমাত্রের ভেদও উপদেশ করা হইয়াছে।
তন্মধ্যে “অর্চায়ামেব হরয়ে”—এই শ্লোকে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তির
আবির্ভাবের তারতম্যতা অনুসারে ভক্ত সাধুর তারতম্য কিছু কিছু
দেখাইয়াছেন। এইক্ষণে কৰ্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সাধুগণের মধ্যে
গুণের তারতম্যতা অনুসারে সাধু লক্ষণের তারতম্যতা ১১।১১ অধ্যায়ে
শ্রীকৃষ্ণ উক্ত মহাশয়ের নিকট পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন।
তন্মধ্যে কনিষ্ঠ কৰ্মজ্ঞানাদিমিশ্র সাধককে তিনটি শ্লোকের দ্বারা পরিচয়
করাইতেছেন।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্
সত্যসারোহনবত্যাগ্য সমঃ সর্বোপকারকঃ।
কামৈরহতধীর্দাস্তো মূঢ়ঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভূক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্ গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ১৯৯

টীকা চ। কৃপালুঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ। সর্বদেহিনাং, কেষাঞ্চিদপ্যকৃতদ্রোহঃ। তিতিক্ষু-
ক্ষমাবান্। সত্যং সারং স্থিরং বলং বা যশ্চা সঃ। অনবত্যাগ্য অশ্রাদিরহিতঃ।
সুখদুঃখয়োঃ সমঃ। যথাশক্তি সর্বেষামুপকারকঃ। কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ। দাস্তঃ
সংযতবাহেদ্রিয়ঃ। মূঢ়রকঠিনচিত্তঃ। আকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহঃ দুষ্টক্রিয়া-
শূন্যঃ। মিতভূক্ লঘুদাহার। শান্তঃ নিরতাস্তঃকরণঃ। স্থিরঃ স্বধর্ম্মে। মচ্ছরণো।
মন্দেকাশ্রয়ঃ। স্থনির্গমনশীলঃ। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ। গভীরাত্মা নির্বিকারঃ।
ধৃতিমান্ বিপত্তপাক্ষপণঃ। জিতষড়্ গুণঃ। শোকমোহো জরামৃত্যুশূঁপিপাসাঃ
যদুর্ময়ঃ এতে জিতা যেন সঃ। অমানী জনাকাজ্ঞী। অগেভ্যো মানদঃ। কল্যঃ
পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবধকঃ কারুণিকঃ করুণয়ৈব প্রবর্তমানঃ ন তু দৃষ্টলোভেন।
কবিঃ সমাগ্জ্ঞানী। ইত্যেযা। অত্র মচ্ছরণ ইতি বিশেষ্যম্। উত্তরত্র স চ সত্তম
ইতি চকারেণ তু পূর্বোক্তো যথা সত্তম তথায়মপি সত্তম ইতি ব্যক্তিরেবমেবত্বতো
মচ্ছরণঃ সত্তম ইত্যাক্ষিপ্যতে। মধ্যমমিত্র সাক্ষাভক্তিসাধকমাহ—অজ্ঞায়ৈব গুণান্